R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০২ বর্ষ
২য় সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২২
২৭শে মে ২০১৫
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

রাজনীতির লেবেল এঁটে মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য এখন শহরেও

নিজস্ব সংবাদদাতা : শহরের বুকে পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি রক্ষা করা আজ দায় হয়ে পড়েছে রাজনীতির লেবেল আঁটা কিছু সমাজবিরোধীর অত্যাচারে। প্রশাসন ঠিক সময় উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে হয়রান হচ্ছেন ঐ সব সম্পত্তির ওয়ারিশর। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের প্রাণনাশের হুমকিও সহ্য করতে হচ্ছে। এই ধরনের একটা ঘটনার বৃত্তান্ত আমাদের প্রতিনিধির কাছে জানলেন জমির অন্যতম ওয়ারিশ আশিস রায় চৌধুরী। জঙ্গিপুর হাসপাতালের পশ্চিম দিকের বড় রাস্তা সংলগ্ন বাসুদেবপুর মৌজার সি.এস ৮৮ নম্বর দাগের নিজের খরিদ করা জায়গা বাদে দক্ষিণদিকের পিছনের বেশ কিছুটা অংশ 'সুমন লজ' এর মালিক পক্ষ চায়না সাহা ও সুমন সাহাকে বিক্রী করেন গঙ্গারাম ঘোষসহ কয়েকজন। এ ব্যাপারে কোন সুরাহা করতে না পেরে আশিস চায়না সাহা ও সুমন সাহার বিরুদ্ধে ৪/২০১৫ নম্বর মোকর্দ্দমা দায়ের করেন জঙ্গিপুর কোর্টে। পরবর্তীতে গঙ্গারাম ঘোষ, লোপামুদ্রা ঘোষ,অনিমেষ চৌধুরী প্রমুখ আশিস রায় চৌধুরীর স্বত্ত্ব দখলীয় সম্পত্তি বাদে তাদের খরিদ করা অমিয়ময় রায় চৌধুরীর সম্পত্তির মধ্যে কমারশিয়াল মার্কেট

(শেষ পাতায়)

মহারাজার দান করা সম্পত্তিতে আমলাদের হস্তক্ষেপ কতটা বৈধ ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : লালগোলার মাহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রাওয়ের দান করা রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি হল ও তৎসংলগ্ন বাঁধানো পুকুরটির দুরবস্থা চোখে পড়ার মতো। এই সব সম্পত্তি দেখভালের জন্য ঐ সময় একটি ট্রাষ্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। যার দায়িত্বে রাখা হয় মহকুমা শাসক, জঙ্গিপুর কোর্টের বিচারক, বারের কর্মকর্তা ও স্থানীয় সংস্কৃতি সচেতন নাগরিকদের। বর্তমানে এই বোর্ডের কোন অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। দীর্ঘ সময় চলে গেলেও কমিটির কোন সভাও নাকি হয়নি। অথচ ম্যাকেঞ্জি হলের ভাড়া বা এলাকার পুকুর বছর বছর লীজ দিয়ে মোটা টাকা উপার্জন হয়ে থাকে। অন্যদিকে ম্যাকেঞ্জি হলের আজ জীর্ণ ব্যবস্থা। দেয়ালে বড় বড় গাছ গজিয়ে গেছে। হল ঘর জুড়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের একটি অফিস চালু আছে। স্থানীয় "নাগরিক মঞ্চ" থেকে তৎকালীন মহকুমা শাসক এনাউর রহমানের কাছে ম্যাকেঞ্জি হলের দুরবস্থার কথা লিখিতভাবে জানানো হয়। উনি মুখে অনেক কথা বললেও দীর্ঘ দিন চলে গেলেও সংস্কারের কোন উদ্যোগ সরকারি পর্যায়ে নেয়া হয়নি। বিদ্যুৎ দপ্তরও বহালতবিয়তে ওখানেই চালু আছে। মহারাজার দানকৃত মূল অর্পণনামা দলিলটিরও নাকি কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না বলে খবর। আরো খবর---মহারাজার দান করা ফাঁসিতলা এলাকার সরাইখানার জায়গার বহু দিনের পুরোনো দুটি ক্লাব অগ্নিফৌজ ও বিবেকানন্দকে উঠিয়ে দিয়ে ঐ জায়গায় পুলিশদের জন্য কোয়াটার নির্মাণের কথা শোনা গিয়েছিল। দান করা জায়গা ট্রাষ্টিবোর্ড অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে কি ?

রাস্তা ব্যারিকেট করে শপথ অনুষ্ঠান কেন ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুর বোর্ডের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ২৫মে বিশেষ প্রশাসনিক তৎপরতায় শেষ হলো। কিন্তু কেন ? বামফ্রন্টের দখলে পুরবোর্ড, সিপিএমের নিজস্ব ১৩টি এবং আর.এস.পির ১টি। কোন জটিলতা ছিল না। শহরের ব্যস্ত রাস্তা দখল কের চেয়ার বিছিয়ে ডায়াস করে বক্তৃতা দিলেন অনেকে। পুরপতি ও উপ-পুরপতি নির্দিষ্ট হলেন পূর্বতন পুরপতি মোজাহারুল ইসলাম ও সুবীর রায়।

জটিলতা কাটাতে রাইট টুইনফরমেশনের দ্বারস্থ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গীপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা ইউনিট-২ এর বর্তমান স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকের সময়সীমা অতিক্রান্তের পর কোঅপ্টের মাধ্যমে ১৯-০১-১৫ মহঃ জাকির হোসেন (তৃণমূল কংগ্রেস) রেজাউল করিম(সিপিআইএম) সভাপতি ও সম্পাদক পদের জন্য অভিভাবক সদস্য হন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা ইয়াসমিন আরা নতুন সভাপতি ও সম্পাদক পদের নির্বাচনের জন্য-২৯-০১-১৫ সভার আয়োজন করেন। কিন্তু নমিনেশনে আইনত জটিলতা দেখা

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪২২

সভ্যতা ও সত্যতা

[১৩৫৩ সালের (পরাধীন ভারত) জঙ্গিপুর সংবাদে 'সভ্যতা ও সত্যতা' শিরোনামায় দাদাঠাকুরের লেখা একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ পায়। আজ স্বাধীনতার দীর্ঘ বছর অতিক্রান্ত হলেও আমাদের মানসিকতার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। পথে ঘাটে সর্বত্র সভ্যতা ও সত্যতার লড়াই। এটি পুনঃমুদ্রিত করা হল।

সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ]

অধিকাংশ লোকেই বলে থাকে--দেশ আর অসভ্য নাই, ক্রমে ক্রমে সকলেই সভ্যতার আলোক পেয়ে সভ্য হ'তে চলেছে। সাবেক চলনে কাউকে চলতে দেখলেই তথাকথিত সভ্যরা তা'কে অসভ্য জ্ঞানে বলে থাকে--গরুর গাড়ীর যুগে' যা এখন তা চলবে না।

আমরাও বলি সত্যি সত্যি তা চলবে না। এখন সভ্য জগতে খুব হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হবে। এখন লোকের মান সম্মানের জ্ঞান হয়েছে। মর্য্যাদা জ্ঞানও যথেষ্ট। মর্য্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন লোকের কাছে শুধু মান মর্য্যাদা নয়, ধন প্রাণ শুদ্ধ বাঁচাতে হ'লে সাবধানে চলা দরকার। আগে একজনের অভাবের সময় তার প্রতিবেশী তা'কে টাকা ধার দিত, বিনা দলিলে, বিনা লেখাপড়ায়, বন্ধক না নিয়ে : সাক্ষী থাকতেন--ভগবান, চন্দ্র, সূর্য্য, মা বসুমতী। সে টাকা যদি দেনাদার জীবন থাকতে পরিশোধ করতে না পারতো মরণকালে দশজনের সামনে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পাওনাদারের মোকাবিলা ক'রে দিয়ে যেতো--উত্তরাধিকারীদের বলে যেতো আমার আত্মার শান্তির জন্য এই টাকা শোধ ক'রে দিও, নইলে আত্মার মুক্তি নাই। আজ লেখাপড়া ক'রে সাক্ষী রেখে, দলিল রেজেষ্ট্রী করেও দেনা ফাঁকি দিবার কত যে কৌশল সভ্য জগত শিক্ষা দিয়েছে ও দিচ্ছে তার সীমা সংখ্যা নাই। অসভ্য যুগে দেনা তামাদী হ'তো না, এখন তামাদী করতে পারলে ব্যস্। অমনি ! ইন্সল্‌ভেনসি নিয়ে পাওনাদারকে রম্ভা প্রদর্শন এক অকাট্য কৌশল। তারপর এক বৎসর কি দেড় বৎসর পর ইন্‌সলভেন্ট আবার শেঠজী। অথচ সাবেক দেনা আর দিতে হবে না। কাজেই আমরা সভ্যতা দিয়ে সত্যতাকে ধ্বংস করতে সিদ্ধহস্ত হয়েছি।

কেউ কাউকে বিশ্বাস করি না। সহোদরকে ফাঁকি দিবার অব্যর্থ আর্য্যা স্ত্রীধন করা। রাস্তায় চলতে হলে সঙ্গী পথিককে বিশ্বাস করা আর চলে না। অফিসে অফিসে লেখা আছে "পকেটমার হতে সাবধান"। এক ভাষায় নয় চলিত সব ভাষায় সবকে সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছে। রেলের গাড়ীতে ছাপার অক্ষরে লিখে দিয়েছে মালের উপর নজর রাখো, নিজের টিকিট নিজে কেনো, ঠগ, জোচ্চোর, পকেটমার তোমার নিকটেই আছে। বলুন দেখিনি--কত সভ্য যুগ এটা। এটা সভ্যতার আলোকতার ঔজ্জ্বল্য যে কত, তা বলবার নয়। চোক বুজেছ কি সব লোপাট। সভ্যতা সত্যতাকে তফাৎ করে দিয়েছে। আদালতে সাক্ষী দিতে বা নালিশ করতে সত্যতা বা হলপ পাঠ করতে হয়--আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিতেছি--আমি যে এজাহার করবো তার সকল অংশ সত্য হবে, কোন অংশ মিথ্যা হবে না। শেষ অবধি বিচারক এই সত্যতা পাঠযুক্ত সাক্ষ্য জেরার চোটে মিথ্যা এমন কি জলজিয়ন্ত মিথ্যা দেখে হলপকারীকে মিথ্যাবাদী ঘোষণা করে রায় দিতে বাধ্য হন। প্রতিজ্ঞা ও হলপের মূল্য সভ্যতার যুগে এই ভাবে নির্ধারিত হয়। তাই বলি সভ্যতার আলোকে সত্যতা ঝল্‌সিয়ে ছাই হ'য়ে গিয়েছে। সভ্যতা সত্যতাকে দেশ থেকে না তাড়িয়ে ছাড়বে না।

মধ্যবিত্তের শ্বশুর ষষ্ঠী

সাধন দাস

ক্যালেণ্ডারের পাতায় মে দিবস, শিশু দিবস, নারী দিবস-এর মতো 'জামাই দিবস' কবে বলুন তো ? হ্যাঁ,ঠিক ধরেছেন-জামাইবাবাজীদের জন্য বছরের একটা দিন পাকাপোক্তাভখাবে বরাদ্দ--জামাইষষ্ঠী। এই একটা দিন তারা হিটলারের চেয়েও বড়ো। শাস্ত্রজ্ঞরা যে রসজ্ঞও ছিলেন, তার প্রমাণ পাই--তারা 'জামাই- ডে' এমন একটো সময়ে ভেবেছেন, যাতে বাবাজীরা ফাদার-ইন-ল'র ঘাড় মটকে বছরের শ্রেষ্ঠ ফল আমের পিণ্ডি চটকে আসতে পারেন। আইঢাই গরমে নিরিমিষ্যি খেয়ে খেয়ে জামাইবাবাজীদের যখন পিঠভরা ঘামাচি চুলকে চুলকে রক্তবর্ণ, প্রয়োজন শ্যালিকাদের শান্তি প্রলেপ, দু'বেলা লেলতেশাক আর পুঁইডাঁটার চচ্চড়িতে রসনেন্দ্রিয়তে কালশিটে পড়ে গেছে ঠিক তখনই বৃষ্টি ভেজা গুটি গুটি পায়ে আসে অরণ্যষষ্ঠী ওরফে জামাইষষ্ঠী। মেয়ে-জামাই-এর শুভাগমনে শ্বাশুড়ীর শ্বাস না উড়লেও এই মাগগি-গণ্ডার বাজারে শ্বশুরের শ্বাস সত্যি সত্যিই উড়ে যায়। বাবাজীদের আর চিন্তা কি ! যে জামাই দু'দিন পর নগদ শ্বশুড় হবে, সে-ও হতভাগা পাকাচুলে কলপ দিয়ে, গিলে করা পাঞ্জাবীতে আতর ছড়িয়ে, ধুতির কোঁচটি পাঞ্জাবীর পকেটে ঢুকিয়ে, গোটা দু'তিন টেপি-বুঁচি-ন্যাপা-র আঙ্গুল ধরে অসুরের মত শ্বশুর গৃহে অবতীর্ণ হন। বড় জামাই-এর অনুগামী হন কোট-প্যান্ট চুড়িদারে সুসজ্জিত মেজ-সেজ-নও ইত্যাদিরা। বেচারা শ্বশুর জামাইবাবাজীদের আপ্যায়নের কোনো কসুর করেন না ঠিকই, কিন্তু আড়ালে তার নেংটি খুলে যায়। গদগদ গিন্নীর মুহূর্মুহু বিধ্বংসী বোলিং থেকে বাঁচতে বাজারে যেতে হয় বটে, কিন্তু বাজারে কোনো জিনিসে হাত দেবার জো নেই। প্রতিদিনকার মাছ-ওয়ালা অসভ্যের মতো চিৎকার করে--'ও জেঠু, এদিকে আসেন, চিতলের পেটিটা আছে, আরে জামাইকে তো বছরে একদিনই খাওয়াবেন।' গলা নামিয়ে টিপপনী কাটে মাছওয়ালা--'সতী-লক্ষ্মীরা বছরভোর সুখে থাকবে।' কিন্তু দর শুনে হাত বাড়িয়েও ইলাসটিকের মতো তক্ষুনি হাত গুটিয়ে যায় প্রবীণ শ্বশুরমশাই-এর। মাছ তো নয়, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ! ভাজা হয়েই আছে, তেলে দেবার দরকার নেই।

দই আর মিষ্টির হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে রান্নাঘরে পেঁয়াজের খোসার উপর চিৎপাৎ হয়ে গিন্নিকে বলেন--'ওগো শুনছো, থার্ড অ্যাটাকটা বোধ হয় আজই হয়ে যাবে।' শাশুড়ী গরম তেলে ইলিশের পেটিগুলো ছাড়তে ছাড়তে ঝনঝনিয়ে ওঠে--ঢং, তুমি যখন জামাই ছিলে, তখন প্রত্যেক বছর জামাইষষ্ঠীতে বাবা প্রত্যেক বছর তোমাকে নিয়ে গিয়ে শান্তিপুরী ধুতি দিয়েছে, পাঞ্জাবী দিয়েছে। জামাইষষ্ঠীতে গিয়ে একমাস করে থাকতে, মনে নেই ?

--'তোমার বাবার সবেধন নীলমণি আমিই ছিলাম, আমার মতন পঙ্গপাল থাকলে বুঝতেন জামাইষষ্ঠী কাকে বলে। 'এই দ্যাখো না, বড় জামাই, বয়স পঞ্চাশে গিয়ে ঠেকলো, চুলে পাক ধরেছে, এখনো আক্কেল হল না !!' ছোট মেয়ে জামাই কিছুক্ষণ আগে ঢুকেছে। রান্নাঘরে বাবার গলা পেয়ে ছুটে গিয়ে গলবস্ত্র হয়ে পেন্নাম ঠোকে। ছোট মেয়ে কলকলিয়ে বলে ওঠে--'ওঃ, পথে কি ধকল গেল বাবা, তোমার জামাই এর ছুটি এত কম যে মন খারাপ করলেও উপায় থাকে না। এবার বড় সাহেবকে ম্যানেজ করে একমাসের ছুটি পেয়েছে।' মেজ মেয়ের ছোট ছেলেটি লজেন্সের লালাঝোলায় জামা আর মুখ মাখিয়ে তড়বড় করে বলতে থাকে--'দাদু, মাকে ছাড়ি দিয়েছ, মাছিকে ছাড়ি দিয়েছ, আমাদের এবার জামাপ্যান্ট দিতেই হবে।' সেজ জামাই পাটের বড় দালাল, সে বাড়ি ঢুকে টিপ করে একটা প্রণাম করেই স্ত্রীকে

(৩ পাতায়)

সত্যি মানুষ

শীলভদ্র সান্যাল

মানুষটা কি সত্যি ছিলেন এ-সংসারে ?
ধাঁধা লাগে ! আর পাঁচজন লোকের মতন
হাঁটা-চলা ক'রে গেছেন এই দুনিয়ায় ?
লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে সরস্বতীর মতন
ক'রে গেলেন চালার ঘরে গঙ্গাপারে !
সে তো অনেক গল্প-কথা। শুনবি তো আয় !

জীবন কেমন কাটিয়ে গেলেন আদুল গায়ে
কোঁচা মেরে পরেননি তো কোরা-ধুতি
কেউ ছিলনা--তাঁর সঙ্গে কথায় পারে
লাগতো যেন টক-মিষ্টি জল-বিছুটি
ভুলেও নাকি চটি-জুতো দেননি পায়ে !
সত্যি এমন মানুষ ছিলেন এ-সংসারে ?

শোক-তাপকে নিয়ে করেন ছেলেখেলা
এই দুনিয়ায় এমনই তিনি সৃষ্টিছাড়া !
ছেলের চিতায় শুইয়ে দিয়ে গান বাঁধলেন--
ভূ-ভারতে কে দেখেছে এমন ধারা ?
রস কখনও যায়নি মরে পড়তি-বেলায়
তখনও তো দিব্যি কথার-ফুল গাঁথলেন !

মানুষটা তো এমনই ছিলেন সহজ সোজা
সহজ বলেই কলম ধরেন তেমনই বাঁকা !
'বিদূষক'-টাও সাজতে পারেন রঙ-বাহারে
গিন্নিসহ নিজেই ঘোরান প্রেসের চাকা
এমন মানুষ চট্ ক'রে ভাই যায় না বোঝা
বিদায় জানাই তাঁকে করুণ নমস্কারে।।

হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথ

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

একজনই সাহিত্যের আকাশে রবি, বাকীরা সব নক্ষত্র। একজনই কবিরাজ, বাকিরা রাজকবি। রাজাগজার বন্দনা গান গেয়ে কিছু কামিয়ে নিতে যারা ব্যস্ত, সংখ্যাগুরু তারাই। একবার অতি পণ্ডিতরা বলাবার চেষ্টা করেছিল জনগণমন অধিনায়ক গানটা জাতীয় সঙ্গীত করাটা মুর্খামী। এখানে নাকি বড়লাটের বন্দনা করা হয়েছে। কথাটা বাজারে বেশ খাচ্ছিল পাবলিকে। যাদের পাবে পাবে মানে গাঁটে গাঁটে লিক্ তারাই পাবলিক কিনা ! কিন্তু এক বেরসিকের দল প্রশ্ন তুলে দিল জনগণের অধিনায়ক না হয় বুঝলাম বৃটিশ সিংহ, কিন্তু মনের অধিনায়ক তো নন। মনের রাজা তো সেই একজনই, রাখাল রাজা। তাহলে এ বদনাম কেন ? ব্যস্ বেলুন গেল চুপসে। এখন দেখছি কিছুদিন থেকে কোলকাতার কয়েকজন বেওসায়ী রগরগে মশালাদার একটা রেসিপি বাজারে ছেড়েছে। রবীন্দ্রনাথ লম্পট ছিলেন। বৌদি কাদম্বরী থেকে শুরু করে বহু ললিতা বিশাখার তিনি ওষ্ঠমধু পান করেছেন। অনেক রবীন্দ্র গবেষক দীর্ঘ ৭০ বছরে এলেন গেলেন, তাঁরা এই ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা না করে এই আঁতেলদেরকে ছেড়ে দিলেন ! ফলে মসী এখন অসির কাজ সামলাচ্ছে। কোলকাতার এক বদ্ধ মাতাল সাহিত্যিক (!) রঞ্জন বন্দ্যো টি.ভি.তে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথের গানের আসরে সগর্বে তিনি বলছেন আমি রোজই 'পান' করি। তিনিই বলছেন রবীন্দ্রনাথের গান এত হৃদয়গ্রাহী, এত রোম্যান্টিক হবার কারণই হলো তাঁর বহু নারী সঙ্গ। আজকাল দু'দুটো সিরিয়াল চলছে। 'কাদম্বরী' এবং 'আমি রবিঠাকুরের বৌ'। পদে পদে বোঝা যায় আমরা বাঙ্গালী বাস করি এই পচা পশ্চিমবঙ্গে। এটা দুভার্গ্যবশতঃ জয় বাংলা নয়। ওপার বাংলার বেওসায়ীরা এ ধরনের সিরিয়াল চালানোর আগে পাঁচবার ভাবতো। বিক্ষোভে ফেটে পড়তো আমজনতা। এপার বাংলার চরিত্রহীন ভেতো অন্নদাস বাঙালীর "জ্ঞানবৃদ্ধ" সমাজে যে নষ্টামী শুরু করেছে কেউ কেউ, তার একমাত্র জবাব, গালে সপাটে একটা কষে মোক্ষম চড়। উপনিষদের উদগাতা, ভারত আত্মার বাণীকণ্ঠ, বাংলা সাহিত্যের নন্দন বোনের চন্দনবৃক্ষ, প্রাণের অন্তস্থলের প্রস্রবণের ভগীরথ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে আজ কিছু কুলাঙ্গারের লোমশ বেঁটে কালো হাত লাফিয়ে লাফিয়ে ছোঁবার চেষ্টা করছে। দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ চার দশক পর কেউ কেউ ভদ্রতাহীন, শীলতাহীন গুরুদক্ষিণা মেটাচ্ছে। তাদের উদ্ধত শির ফলহীন শাখার মতোই নির্লজ্জ। সত্যিই তিনি তো কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. বা ডক্টরেট নন। হেডমাষ্টার বা অধ্যক্ষও ছিলেন না। তাঁকে নিয়ে হাভাতে বাঙালীর এত এত আদিখ্যেতা, এত আদেখলেপণা কেন ? কোনও গায়ক-শিল্পীর জাতে ওঠা কেন নির্ভর করবে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার উপর ? চুম্বা দে-চুম্বা দে গেয়ে কেন কালজয়ী হতে পারবে না শিল্পী ? আশা ভোঁসলে, মহঃ রফি থোড়ায় কেয়ার করেন জাতে ওঠার। কথা বলার সময় নাই যখন, যখন গোটা বিশ্বের সুররসিকরা তাদের গান শুনতে পাগল হতো, তখন আবার রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার ন্যাকামি কেন বাপু ? বোকারাম কাকে বলে ? হ্যাঁ, যারা পেছনে লম্বা চুলের ঝুঁটি রেখে, তাম্পি দেওয়া আলখাল্লায় নিজের আসল মালখোর চেহারাটা ঢেকে বাউল সাজে আর ১২ রকম ডাজ আর জাজ নিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে মরা কান্নার চিৎকার করে তাদের জন্যে করুণা হয়। কোলকাতার কেতাদুরস্ত এইসব ছ্যাবলারা এটাও বোঝার ক্ষমতা রাখেনা--বাঙলার সারস্বত সমাজ, সুশীল সমাজ তাদের ঘেন্না করে। ফাংশনেও ডাকেনা। তবে এটা তো অস্বীকার করার কিছু নেই--সন্ধ্যা বা মান্নার পরে বহু বহু শিল্পী প্রাণ ঢেলে, দরদী সুরে সব ব্যাকরণ মেনেই চুটিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে যথেষ্ট সুনাম পেয়েছেন। অন্ধ গায়ক স্বপন গুপ্ত, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, পূর্বা দাম, সুচিত্রা মিত্র এরকম বহু নাম করা যায়। এটা বুঝতে অনেকের এত দেরী লাগে কেন যে, সব গান গাইলেও প্রাণ তৃপ্ত হয় না রবীন্দ্রনাথ না গাইলে। সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার। শ্রদ্ধা যদি ঠিক থাকে সেখানে কোমল নি টিপলো নাকি সমে এসে মেলাতে পারলোনা কেউ দেখে না। বামাখ্যাপা, রামকৃষ্ণ দেবের পুজোর কোনও মন্ত্র ছিলো না। কিন্তু সে পুজো ক'জন করতে পারে ? আশা, লতা, মান্না, রফি নিজেরাই বলেছেন আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের অমৃতসরোবরের এক আঁজল পেয়ে ধন্য হয়েছি। বিলেতে কবিকে পাঠানো হয়েছিল, সেখানে মুর্খ কবি 'সুবিধে করতে না পেরে' ফিরে এলেন। কি প্রচণ্ড পরিশ্রম করে এসব তথ্য বের করতে হয়। আবার ফালতু এই লোকটা সেখানে এলিট সমাজে কলকে পেয়ে গেলেন অকারণে তাও এদের গবেষণার বিষয়। আমরা সত্যিই কত কি জানিনা ! নোবেল পাবার পর তিনি পরিচয়ে অবশ্যই বিশ্বকবি হয়েছিলেন, তার অনেক আগেই ভারতে বহু বিদগ্ধজন তাঁকে গুরুবরণ করে নিয়েছিল। 'গুরুদেব' বলা তো অবশ্যই উচিৎ হয়নি এরকম একটা বটতলার কবিকে। যিনি যৌনতা নিয়ে, ধর্ষণ নিয়ে, আদি রস নিয়ে তেমন কিছুই লিখতে পারেননি। গরীব, সর্বহারা নিয়ে যার তেমন ২/৪ টা সস্তা কবিতা ছাড়া কিছুই নেই, তিনি সকলের কথা লিখলেন কোথায় ? গুরুদেব তো তাদের বলবো যারা এখান ওখান থেকে চুরি করে, খামচে নিয়ে একটা ককটেল বানিয়ে নিজের নামে চালাতে ওস্তাদ। শান্তিনিকেতনে মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে উপনিষদ থেকে প্রার্থনা দিয়ে শুরু করে যিনি কর্মে, দক্ষতায়, শিল্পে, সাহিত্যে, দেশপ্রেমে, দর্শনে, চারুকলায় সব মিলিয়ে একটা একটা করে সহস্রদল পদ্ম ফোটাতে পরিকল্পনা করেছিলেন, সারা বিশ্বে ভিক্ষে করেছিলেন, নিজের জমিদারীর বিরাট আয় দান করেছিলেন, চিন, জাপান, রাশিয়া থেকে দক্ষ মানুষ গড়ার কারিগড়রা এসে তাঁর আহ্বানে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সে মানুষটাকে 'গুরুদেব' বলা অবশ্যই আদিখ্যেতা। প্রাণ থেকেই গান্ধীজী বিশাল কর্মশালায় নানা কর্মকাণ্ডের নায়ককে ন্যুনতম সম্মান দিতে ঐ বিশেষণ শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে ব্যবহার করেছিলেন। ভদ্রলোকের কাণ্ডজ্ঞান বরাবরই কম। নীরদ চৌধূরী আর রবীন্দ্রনাথ ! শেষ জীবনে তাঁর আফশোসের খবর না রেখেই পছন্দমত জায়গা থেকে টুকে দেওয়া কি ঠিক ? রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নাচানাচির সত্যিই তাই কোনও মানে হয় না। মানে হয় যদি নাচানাচিটা করা যায় সুনীল-সমরেশ অথবা উত্তম কুমার শর্মিলা ঠাকুরকে নিয়ে। এরা বরং বাস্তবে কিছু দিয়েছেন। ঋষ্ ধাতু থেকে তো ঋষি। তার মানেটা আমরা ক'জন জানি ! বড় দাড়ি, জঙ্গলে যজ্ঞ করা, বেদ মন্ত্র মুখস্থ থাকলেই ঋষি ! রবীন্দ্রনাথ ঋষি না হলে ঋষি এখনকার যুগে সম্ভবতঃ শাহরুখ খান। আমরা যারা ঋষি বঙ্কিম বা ঋষি অরবিন্দ বলি তারা আচ্ছা ছাগল তো ! এবার এইসব মাস্টার মশাইকে জেনে নিয়ে কাকে ঋষি আর কাকে খাসি বলব তা ঠিক করবো। বরং এটা ভালো করে শিখে নিই এই বেলা যে, রবীন্দ্রনাথ জন্মে বাংলা সাহিত্যের প্রচুর ক্ষতি করে দিয়েছেন। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য রুদ্ধ হয়ে গেছিল তাঁর একক কলরবে। সূর্য কেন উঠবে গগনে ! রাতের তারারা যাতে ঢাকা পড়ে, পালিয়ে গিয়ে সুন্দর শোভা নষ্ট করে দিতে বাধ্য হয় তা হবে কেন ? বটবৃক্ষের তলে ছোট গাছ বাঁচে না। রবীন্দ্রনাথ বটবৃক্ষসম ছিলেন, বৃক্ষের

(শেষ পাতায়)

মধ্যবিত্তের শ্বশুর ষষ্ঠী

.....(২ পাতার পর)

উদ্দেশ্য করে বলল--'কল্যাণী, ট্যাক্সিটা ওয়েট করছে, বাবাকে বলো ভাড়াটা যেন....,'

'বাবা' তখন ধুলোমাখা বাঁ হাত খানা ছেঁড়া গেঞ্জীর ভেতরে ঢুকিয়ে পরখ করেন--হার্টটা থেমে গেছে, নাকি এরপরেও চলছে ! ছ-ছটা ব্যাটেলিয়ান যেভাবে শ্বশুরের রণক্ষেত্রে অসুরের মতো দাপাদাপি আরম্ভ করেছে, তাতে হার্টেরও তো একটা সহ্যক্ষমতা আছে। করুণ চোখে শ্বশুর ভাবেন--এই দিনটার নাম কে যে রেখেছে জামাই-ষষ্ঠী, আসলে এর নাম হওয়া উচিত ছিলো 'শ্বশুরষষ্ঠী', আরো ভালো করে বলতে গেলে-- বলতে হয় 'শ্বশুরের গুষ্টির ষষ্ঠী' ! হায় রে, পাঁজিতে এর বদ্‌লা নেবারও তো কোন নির্ঘণ্ট রাখেননি মনু যাজ্ঞবল্ক্য-রা ! হাল আমলের মধ্যবিত্ত শ্বশুর হলে ওরা বুঝতেন ঘটা করে পাঁজিতে 'জামাইষষ্ঠী' রাখার ঠ্যালা কতোখানি ! জামাইষষ্ঠীর অলুক্ষণে ভোরে থলে হাতে গিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে তো ১০০০ টাকা দরে ইলিশ কিনতে হয়নি, তাহলে বুঝতেন কতো ধানে কতো চাল ! বাড়িতে পান্তাভাত আর কাঁচালংকা না জুটুক, শ্বশুরের ফাইভ ষ্টার হোটেলে সেদিন ওরা প্রিন্স, শালাশালীরাও হলুদবাটা হাতে জামাইবাবুদের দেহমন রাঙিয়ে দিতে সদা ব্যস্ত ! এদিকে গরদের শাড়িতে গদগদ শাশুড়ীর অরণ্যষষ্ঠির ডালায় তখন রাঙা খেজুর, কালো জাম, লাজনম্র রক্তিম লিচু, হলুদবর্ণ তরুণী খিরসাপাতী আম আর বেচারা শ্বশুর তখন গামছা পিন্ধিয়া মেলাতে থাকেন দিনের ব্যালান্স-শীট।

বুঝবে, বুঝবে--ওরাও একদিন বুঝবে !

হে ঈশ্বর, ওদের ২-৩টা করে মেয়ে হোক, দই মাছের বাজার আরো আগুন হোক, তখন ওরাও বুঝবে--জামাইষষ্ঠী আসলে শ্বশুরষষ্ঠী কি না !

হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথ .....(২ পাতার পর)

মতো নির্বোধ নিশ্চল নয়। তাঁর ছোঁয়ায় বহু সাধারণ বৃক্ষ শ্বেতচন্দন হয়েছিল। বহু নাম করা কবি তাঁর আলোয় আলোকিত হয়েছেন। শয্যাশায়ী রজনীকান্ত শেষ সময়ে বার বার গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কতবার কতভাবে তাঁর কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন বিশ্বকবির প্রতি। তিনি শেষপর্য্যায়ে কবিকে আনিয়ে বলেছিলেন আপনার পা আমার মাথায় ঠেকিয়ে দিন। আসলে এসব কাজে সেন্টিমেন্ট্যাল গল্প আমরা বিশ্বাস করিনা। দেখছেন তো ! কে এক অশ্রুকুমার বলেগেছেন রবীন্দ্রনাথ প্রচুর লিখেছেন বলে কত জায়গায় তাঁর লেখা মাত্রাতিরিক্ত ফেনানো হয়ে গেছে ! কাব্যের গাঁথুনি নাকি এলিয়ে পড়েছে। উদাহরণ দিলে আলোচনার সুবিধে হতো। তবে এত নিচে নামতে রুচিতে বাধছে। আসুন অশ্রুকুমার আর তাঁর পোঁধরাদের জন্যে অশ্রু বিসর্জন করি।

কোলকাতার আঁতেলদের খাতায় যারা নাম লেখাতে জীবনের সন্ধ্যায় ঋষিপ্রতিম বিশ্বকবির গায়ে কালি ছেটাচ্ছে তাদের ক্ষুরে দণ্ডবৎ। তারা গুরুজনদের চরিত্র হননের আগে নিজের চরিত্র দেখুন, সংশোধন করার মতো অনেক কিছু পাবেন। অভিজ্ঞতায় দেখেছি আপনাদের মুখ থেকে মুখোশ সহজেই খুলে যায়। আমরা কিন্তু রবীন্দ্রনাথেই আছি। জনমে-মরণে-শোকে-সুখে-দুঃখে রবীন্দ্রনাথ। চরম দুর্দিনে তাঁর গান আমাদের আলোকবর্ত্তিকা। চরম বিপদে তাঁর গানই আমাদের সহায়। ভগবানকে দেখিনি। রবীন্দ্রনাথের গানে-সুরে তাঁকে ছুঁতে পেরেছি। তিনি আছেন আমাদের চেতনায়, আমাদের ধ্যানে, পূজায়, চিন্তায়, আহার-বিহারে, স্বপ্নে, জাগরণে, জীবনে, রক্তে, মজ্জায় এমনকি মরণে। তাঁর পরলোক চর্চায় আমরা এমন একটা জগতের সন্ধান পাই যেখানে সংসারের নানা সংশয়, নানা কূটতর্ক হটিয়ে এক ধাক্কায় আমাদের বোধকে উপনিষদের দোড় গোঁড়ায় পৌঁছে দেয়। তাই শুধুই রবীন্দ্রনাথ। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথই আমাদের আপনজন। না--রবীন্দ্রনাথাকে আমরা চিনি না, চিনতে চাইও না।

জটিলতা কাটাতে.....(১ পাতার পর)

দেয়ায় সভা স্থগিত করা হয়। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকার সভাপতিত্বে ও এস আই (এস ই) জঙ্গীপুর উপস্থিতিতে ০৫-০২-১৫ পদ প্রার্থী নির্বাচনী সভা আরম্ভ হলেও আইনি জটিলতায় তা বন্ধ হওয়ায় ক্লারিফিকেশনের জন্য পঃবঃ মাদ্রাসা বোর্ডের সেক্রেটারীর কাছে আবেদন করেন ২২-০২-১৫। এই পরিস্থিতিতে স্কুলে কোনরকম আর্থিক লেনদেন করা সম্ভব হচ্ছে না বলে দ্রুত সমাধানের জন্য মাদ্রাসা বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। কোঅপ্ট সদস্য মহঃ জাকির হোসেন আইনি জটিলতা যাতে দ্রুত সমাধান হয় সেই উদ্দেশ্যে লিখিতভাবে আবেদন করেন-১৬-২-১৫ এ.আই (এস.ই) জঙ্গীপুর, ১৮-০২-১৫ ডি আই (এস.ই) মুর্শিদাবাদ, ১৮-০২-১৫ (ফ্যাক্স মারফৎ) সেক্রেটারী পঃ বঃ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আবেদনের সমাধান সূত্র না পাওয়ায় ১৭-০৩-১৫ তথ্য জানার অধিকার আইন ২০০৫ অনুসারে ডি আই (এস.ই) অর্থাৎ দি স্টেট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার অফ স্কুলস্ (এস.ই) মুর্শিদাবাদকে স্কুলের পদ প্রার্থী নির্বাচনের সমাধান সূত্রের আইনি তথ্য সরবরাহের জন্য অনুরোধ করেন। এরপরও কোন উত্তর না পেয়ে ৬ এপ্রিল ২০১৫ রাইট টু ইনফরমেশন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন প্রার্থী মহঃ জাকির হোসেন বলে খবর।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ বাগানবাড়ীতে রাস্তা সংলগ্ন ২.৮ শতক আয়তাকার জায়গা বিক্রয় আছে

যোগাযোগ :- ৯৪৭৫০২২৬০৪

ডায়মণ্ড ক্লাবে দিনে চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগরে তিন রাস্তার সংযোগস্থলে ডায়মণ্ড ক্লাবে আবার চুরি হয়ে গেল। ২৪ মে দুপুরে ক্লাব ঘরের পেছনের জানলার শিক ভেঙে দুষ্কৃতিরা ভেতরে ঢোকে। ক্রিকেট ব্যাট, প্যাড ইত্যাদি বাদে ১৯৮০-৮১ সালের জেতা ট্রফিগুলোও ওরা নিয়ে যায়। পুলিশ ক্লাবে তদন্ত করে গেছে। এই নিয়ে ঐ ক্লাবে বেশ কয়েকবারই চুরি হলো।

রাজনীতির লেবেল.....(১ পাতার পর)

ও হেলথ কেয়ার ইউনিট নির্মাণে যাতে তিনি কোন আপত্তি না করেন তার জন্য অনুরোধ জানান। আশিস বাবু এতে ব্যক্তিগতভাবে সম্মতি দেন। এর কিছুদিন পর গঙ্গা ঘোষেরা জানান--আর্থিক অসুবিধার কারণে সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর কন্যা মিতালী দাস, স্বামী রক্তিম দাস তৃণমূলের রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক সভাপতি মঞ্জুর আলিকে সঙ্গে নিয়ে তারা এই কাজে নামছেন। আশিস জানান--ধার্য্য দিন হাসপাতাল সংলগ্ন রক্তিম দাসের শোরুমে এক বিশেষ পরিস্থিতিতে লেখক, দলিল প্রস্তুতকারক ও সাক্ষীগণের স্বাক্ষরবিহীন, কেবলমাত্র মিতালী দাস, মঞ্জুর আলি, গঙ্গারাম ঘোষ, লোপামুদ্রা ঘোষ, গজেন্দ্রবদন চৌধুরী ও ছায়া চৌধুরীর স্বাক্ষরযুক্ত অব পার্টনারশীপ ও ডিড অব ডেভেলপার্স এগ্রিমেন্টে আশিস স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। ঐ দলিলে খরিদ করা সম্পত্তির বিবরণ না উল্লেখ ও অপরাপর শরিকদের স্বত্ব ও স্বার্থের হানি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকায়, সে সব সংশোধন না হলে এই কাজে তার আপত্তির কথা পরিষ্কার জানান। আশিস রায় চৌধুরী আরো জানান--এরপর গঙ্গারাম ঘোষ, অনিমেষ ঘোষ (বিজু) তাঁকে ও তাঁর ভাই গৌতমকে প্রাণনাশের হুমকি দেন। আমরা বাধ্য হয়ে পূর্বোক্ত বিভাগ বণ্টন মোকর্দমায় গজেন্দ্রবদন ঘোষ, ছায়া চৌধুরী, অনিমেষ চৌধুরী (বিজু), গঙ্গারাম ঘোষ, লোপামুদ্রা ঘোষের বিরুদ্ধে সমগ্র সম্পত্তি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করি। উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে আদালত এই মর্মে যে আদেশ দেন তাতে উক্ত ব্যক্তিরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। সি.এস. ৮৮ নম্বর দাগের দক্ষিণ দিকের নয়নজলি সংলগ্ন এলাকায় ওরা গাঁথনীর কাজ শুরু করতে উদ্যোগ নেন। ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা মতে এলাকার শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার আবেদন জানালে আদালত লোকাল থানাকে আদেশ কার্য্যকর করার নির্দেশ দেয়। আই.সি. বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে গঙ্গারাম ঘোষ, অনিমেষ চৌধুরী (বিজু) প্রমুখদের বেআইনী জোরজুলুম বন্ধ করে জনসমক্ষে বিচার ব্যবস্থার প্রতি সম্মান ও প্রশাসনের প্রতি সাধারণ ,মানুষের আস্থা প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন।

জমি বিক্রয়

জরুর- বাড়ালায় প্রায় ১৪ বিঘা চাষযোগ্য জমি বিক্রয় আছে।

যোগাযোগ :- বহরমপুর : ৯৪৭৪০৭৫০৯৬

রঘুনাথগঞ্জ : ৯৪৭৫৪৯৬৬৮৯

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে) পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

আমরা ক্রয়ের উপর ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড গ্রহণ করি

গহনা ক্রয়ের উপর ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।